তারিখ 24 DEC 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

শিক্ষার গলায় ফাঁস

একটি বিখ্যাত হিন্দি গানের বাংলা ভাষা অনেকটা এরকম— 'কাঁদতে কাঁদতে হাসতে শেখো/ হাসতে হাসতে কেঁদ না'। গানের এই বয়ানের বিপরীত অবস্থা আমাদের। গোটা দেশ আজ নিরাপত্তাহীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। প্রতিদিন মানুষ ঘর থেকে বেরুচ্ছে দোয়া-কালাম পড়ে স্রষ্টার ইচ্ছা হলে সশরীরে আবার ঘরে ফিরে আসার আশায়। এ রকম অনিশ্চয়তার ভেতর দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য চিঠি প্রেরণ করেছে জেলা প্রশাসন ও স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশে। যেন কোনোভাবেই ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা না ঘটে।

যে কোনো পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বর্তমানে ডাল-ভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন, তাদের শনাক্ত করা যায় না। আবার শনাক্ত করা গেলেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয় না, উপরন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস এখন লাভজনক ব্যবসাও বটে। এই মৌসুমী ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করা যায় অতি সহজেই; ফলে প্রশ্ন ফাঁসকারীরাও অতি তৎপর। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের শুরুর দিকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতো সীমিত পরিসরে। অতি গোপনে এবং সাবধানতার সঙ্গে এ কুকর্মটি করত বিজি প্রেসের কিছু কর্মচারী। পরবর্তী সময়ে এটি ব্যাপক হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে অন্য পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রেও। এসএসসি, এইচএসসি, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সর্বশেষ এ বছর জেএসসি এবং পিএসসি পরীক্ষাতেও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন ফাঁসের এই ব্যাধি ঘুণের মতো খেয়ে ফেলছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এই সংক্রামক অসুখ কেবল শিক্ষার্থীদেরকেই নয়, গ্রাস করেছে অভিভাবকদেরও। তাদের উৎসাহ ও প্রশ্রয় রমরমা বাজার তৈরি করে ফেলেছে মৌসুমী প্রশ্ন ফাঁসকারী অসাধু দুর্বৃত্তদের জন্য। বাংলাদেশে শিক্ষাকে বিভিন্ন পক্ষ মিলে সার্টিফিকেট কেনাবেচার বাজারে পরিণত করার প্রবণতায় পেয়ে বসেছে। প্রকৃত শিক্ষা নয়, যেন সার্টিফিকেটই চূড়ান্ত অভীষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এমনটি ঘটতে পারছে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই বিপজ্জনক খাদ থেকে উদ্ধারের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছিল এমসিকিউ পদ্ধতি, প্রবর্তন করা হয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্ধার করা যাচ্ছে না শিক্ষা ব্যবস্থাকে। কোচিংবাজ শিক্ষকদের শিক্ষাবাণিজ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভর্তিতে ডোনেশন গ্রহণ, নানা অজুহাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, অতিরিক্ত পরীক্ষার ফি, টিউশন ফি আদায়সহ শিক্ষাকে করে তোলা হয়েছে ব্যয়বহুল। এসবই ঘটেছে শিক্ষাঙ্গনে অনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল আধিপত্যের কারণে। অনৈতিকতার এই আধিপত্যের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে নৃশংসভাবে নিরীহ শ্রমিক বিশ্বজিৎ হত্যার মতো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তায় চিন্তিত কর্তৃপক্ষের উদ্বেগের সঙ্গে আমরা প্রকৃত শিক্ষার নিরাপত্তার বিষয়টিও যোগ করতে চাই। শিক্ষাকে অনৈতিক বাণিজ্য করে তোলার সমস্ত প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যানের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা সুযোগ নয়— শিক্ষা অধিকার। বিত্তশালীর অর্থের দাপটে শিক্ষার অধিকার সংকুচিত করে ফেলার মধ্য দিয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে একতায় দেখা দিয়েছে। শিক্ষাকে অধিকার রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা গেলেই কেবল এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা না হলে [illegible] শিক্ষা [illegible] পিছিয়ে যাবে।